মর্জিনা আবদাল্লা
ভারত সমশের জং বাহাদুর রানা প্রযোজিত সলিল চৌধুরীর সুরে দীনেন গুপ্তর
মর্জিনা আবদাল্লা

ভরত সমশের জংবাহাদুর রাণা প্রযোজিত

"আলিবাবা ও চল্লিশ চোর" কাহিনী অবলম্বনে

"মর্জিনা আবদাল্লা"

শিল্প নির্দেশনা : সূর্য্য চট্টোপাধ্যায়। শব্দ গ্রহন : জে, ডি, ইরানী, অতুল চ্যাটার্জী

প্রধান কর্মসচিব : দিবাকর শর্ম্মা। ব্যাবস্থাপনা : সুধীর রায়

কোষাধ্যক্ষ : বিনয় ঘোষ। সংগীত গ্রহন : শ্যামসুন্দর ঘোষ, কৌশিক (বম্বে)

শব্দ পুনঃযোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জী। রূপসজ্জা : মনতোষ রায়, দূর্গা চ্যাটার্জী

অর্ন্তদৃশ্য গ্রহন : ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও, ষ্টুডিও কো-অপারেটিভ সোসাইটি

গৌরী মুখার্জী ও অজিত রায় এর তত্বাবধানে ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত, ছবির রঙিন অংশ জেমিনি (মাদ্রাজ) ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

স্থির চিত্র : ষ্টুডিও বলাকা। পরিচয় লিপি : রতন বরাট

প্রধান সহকারী চিত্রগ্রহন : বেনু সেন। প্রধান সহকারী সম্পাদনা : রমেন ঘোষ

কণ্ঠ সংগীত : লতা মঙ্গেশকর, মান্না দে, সবিতা চৌধুরী, অনুপ ঘোষাল

নৃত্য পরিচালনা : সত্যনারায়ণ (বম্বে) সহকারী নৃত্য পরিচালনা : দয়মন্তী কে (বম্বে)

পরিস্ফুটন : শৈলেন চ্যাটার্জী, পঞ্চানন সরকার, চণ্ডীচরণ শীল, পীতাম্বর দাস

আলোক সজ্জা : হেমন্ত দাস, মনরঞ্জন দত্ত, বিনয় ঘোষ, সুখরঞ্জন দত্ত, দেবেন দাস, মগরু বুমম্যান : মানিক দে

:: সহকারীবৃন্দ ::

পরিচালনা : তপন চ্যাটার্জী। চিত্র গ্রহন : কান্তি তেওয়ারী, দশরথ বিশাল, নিশামণি

শব্দ গ্রহন : সিদ্ধি নাগ, রথিন ঘোষ সংগীত : সবিতা চৌধুরী, কানু ঘোষ, অলোক দে

সম্পাদনা : উজ্জল নন্দী। শিল্প নির্দেশনা : অনিল পাইন

সংগীত গ্রহন ও শব্দ পুনঃযোজনা : ভোলানাথ সরকার, গোপাল ঘোষ

রূপ সজ্জা : পাঁচু দাস, কেষ্ট। সাজসজ্জা : পুলিন করলি, সরযুলাল

ব্যবস্থাপনা : খোকন দাস, কার্ত্তিক দাস। সাজসজ্জা সরবরাহ : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই

রূপায়ণে :: **মিঠু মুখার্জী** :: **রবি ঘোষ**

সন্তোষ দত্ত, উৎপল দত্ত, শেখর চ্যাটার্জী, দেবরাজ রায়, জহর রায়, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, কামু মুখার্জী, পলাশ দাস, তপন চট্টোপাধ্যায়, জ্যাম বড়ুয়া, অতি দাস, ননী গঙ্গোপাধ্যায়, সতু মজুমদার, দীপক গুহ, শঙ্কর, মনু মুখোপাধ্যায়, নীহার রঞ্জন চক্রবর্ত্তী, অজয় ব্যানার্জী পরিতোষ রায়, খগেন চক্রবর্ত্তী, প্রীতি মজুমদার

কাজল গুপ্ত, গীতা দে, তনুশ্রী বোস, ইন্দু দেবী, মেনকা দেবী, মঞ্জুশ্রী বোস, পুতুল চক্রবর্ত্তী, তৃপ্তি দাস, রচনা ব্যানার্জী, শিবাণী, ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য্য, পাপিয়া দত্ত, রীতা দাস, অলোকা গাঙ্গুলী, অণিমা দাস, শান্তি গুরুং, স্বপ্না দাস

বিশ্ব পরিবেশনা :: পিয়ালী পিক্‌চার্স

প্রধান সহকারী পরিচালনা : সুজিত গুহ চিত্রনাট্য ও সংলাপ : শেখর চ্যাটার্জী

সম্পাদনা : রমেশ যোশী প্রচার অঙ্কন : অজিত মুখার্জী প্রচার : ঈশ্বরী প্রসাদ শর্ম্মা

গীতকার ও সংঙ্গীত পরিচালনা :: **সলিল চৌধুরী**

চিত্রগ্রহন ও পরিচালনা :: **দীনেন গুপ্ত**

কাহিনী

আলি কাসেম দুই ভাই, আলি দরিদ্র, কাসেম ধনী, মর্জিনা ও আবদাল্লা কাসেমের ক্রীতদাস ও স্নেহভাজন।

একদিন গভীর জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে আলি দেখল, একদল ডাকাত ঘোড়া ছুটিয়ে এসে এক গুহার সামনে বলিল "চিচিং ফাঁক", গুহার পাথর সরে গেল, তারা গুহার মধ্যে প্রবেশ করল, কিছু পরে তারা বেরিয়ে "চিচিং বন্ধ" বলে গুহার মুখ বন্ধ করে চলে গেল। কৌতুহল বসে আলি গুহার সামনে গিয়ে ঐ কথাটি বলে গুহার মুখ খুলে ভিতরে প্রবেশ করল, গুহার মধ্যকার অতুল ধনরাশি দেখে সে অবাক হল ও কিছু মোহর নিয়ে বাড়িতে এল,.....।

মোহর দেখে আলির স্ত্রী "রাবেয়া" ছুটে গেল কাসেমের স্ত্রী জুবেদার নিকট মোহর মাপবার জন্য কুন্‌কে আনতে। জুবেদা কুন্‌কের নীচে আঠা লাগিয়ে ধরে ফেলল আলির ঘরের মোহরের আবির্ভাবের কথা। কাসেম আলিকে ভয় দেখিয়ে আবিষ্কার করল, তার ঘরে মোহরের বৃতান্ত। সেই রাত্রেই কাসেম গুহার সামানে "চিচিং ফাঁক" বলে গুহার দরজা খুলে সে প্রবেশ করল। কিন্তু গুহা থেকে বেরোবার মন্ত্র আর কাসেম মনে করতে পারল না। ইতি মধ্যে ডাকাতরা ফিরল, লোভি কাসেমকে তারা চার ভাগে কেটে ফেলল।

বিব্রত জুবেদার অনুরোধে দয়ালু আলি তার ভাই কাসেমের মৃতদেহ উদ্ধার করল। মর্জিনা সেই খণ্ড দেহকে "মুস্তাফার" সাহায্যে সেলাই করল, মুচি পারিশ্রমিক হিসাবে একটি মোহর পেল। সেই মোহর ভাঙ্গাতে গিয়ে মুচি ধরা পড়ল ডাকাতদের হাতে। ডাকাত সর্দার ৪০টি পিপেতে ৩৯জন ডাকাত ও ১টিতে তেল নিয়ে এল আলিদের বাড়িতে তৈল ব্যবসায়ী সেজে।

বুদ্ধিমতী মর্জিনা তা ধরে ফেললো ও আলির পরিবারকে কি ভাবে বাঁচালো তারই পূর্ণ ছবি রূপালী পর্দ্দায় দেখুন।

সঙ্গীত

মার ঝাড়ু মার ঝাড়ু মেরে
ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর,
যত আছে নোংরা সবি খেংরা মেরে
ঘর থেকে দূর কর,

ঘরের ফিরিয়ে দে-না হাল।

না না না না মর্জিনা
তার চেয়ে তুই বল
কি ?
ছি ছি এত্তা জঞ্জাল
ছি ছি এত্তা জঞ্জাল।

দেয়ালেতে পানের—মেঝেয় জুতোর কাদার দাগ
ধূলো আর বালির গুতোয় বন্ধ হলো নাক
বাবুদের বাহিরে দেখ জরির পোষাক
ভিতরে হাঁড়ির হাল, হায়রে যুগের চাল।

শোন ভাই সোনার চাঁদির—সদাই ঝন্‌ন্ ঝন্
বড়লোক আমীর উমীর—ময়লা কেবল মন
বাবুদের বাইরে হাসি—মনের ভিতর শুধুই গালাগাল
ঠকিয়ে নেবার তাল।

ও ভাইরে ভাই, হে হে আয়রে আয়,
আয়রে কুড়ুল করাত নিয়ে,
পোড়া বরাত নিয়ে, জঙ্গলে জঙ্গলে আয়রে
আয়রে আয় কাটি কাঠ কাটি কাঠ কাটি কাঠ কাটি কাঠ

জীবন দোলায় দুদিন দোলনা
আশা নিরাশার ছলনায়
কত স্বপন করেছো-না বপন
এখন শিকেয় তোলনা ভাবনা,

আরে বরাত ফরাত কিছু মানিনা
কি হবে কাল তাতো জানিনা,
শুধু দু হাত—আছে কুড়ুল করাত
যায় যদিন বরাত কেটে যাকনা
ও ভাইরে ভাই.....

আ - আ - আ - আ - আ - আ
বাজে গো বীণা
তুম্‌না - তুম্‌না - না - না - তুম্ - না - না - না

সুরে সুরে বাঁধা আছে, তোমারি মায়ার তারে
অনুরাগ রাগে তারে, সেধেছি গো বারে বারে,
সে রাগিনী ভুলোনা না ভুলে যেওনা
স-ন-ধ -নধ - প - ধ - প - র - ম - গ - র - ম-স

দুই পারে দুই তীরে, একই নদী বহে ধীরে
তবুও দুপার কাঁদে, দুই পারে দুই তীরে,
তোমারও আমার মাঝে, তেমনি প্রেমের নদী
কুলুকুলু — কুলুকুলু, বয়ে যায় নিরবধি,
দুই পারে দুজনায় গো কাঁদি দুজনায়।

ম - পমগ - স, প - পমগ - স,
গমনধ - মগনধ - মগনধ - মগনধ - পধনস,
বাজে গো বীণা।

হায় হায়, প্রাণ যায়, প্রাণ যায় যায় প্রাণ যায়
চোখ তারি, যেন কাটারি, দিল খুলে খুলে ভরে যায়।
হে হে যেন আগুন ফাগুনে বসনে সেজেছে,
কি যে করি করি, ভেবে মরি মরি,
রঙ্গীন যৌবন বুঝি সে বৃথা যায়।

হে কিসমৎকে মিছেই এ সাধা,
সে যে বড়ই গোলক ধাঁধাঁ,
কি যে করি না করি, কি হবে না হবে,
নিজেও বুঝি — বোঝে না তা,
হে ঈশারা সে করে, নজরে নজরে,
হায় দিল — পড়ে শুধু শুধু কাঁদে,
সারাটা জীবন কাঁদে,
তবুও শেখেনা পাগলও — এমন হায়।
হায় ... ...

দিল আছে যার তারই কাছে
দৌলত ও ধন সবই মিছে, হীরে মোতি কি সোনা,
কি চুণী কি পান্না, হয় সবই একই তারই কাছে,
হে হে তবু এমন কখনো কখনো পড়ে যায়
সে যে লাল শাড়ীর ফাঁসে,
দস্যুর বেশে শেষে আসে
লুটে নেয় — যা কিছু আপন আছে গো হায়।

Published by : I. P. Sharma for Publicity Depart ent PIYALI PICTURES, 32, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-12. Printed at Radiant Commercial Enterprise Calcutta-1.

মর্জিনা আবদাল্লা
BEEKECEE
মর্জিনা আবদাল্লা
ছবিতে মিঠু মুখার্জী